বিষয়বস্তুঃ শা'বান মাস ও শবে বরাআত

শা'বান মাসের প্রথম জুমুআর বয়ান

(৩ শা'বান ১৪৪৪ হিজরী, ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৩)

প্রকাশনায়ঃ জামিয়া নু'মানিয়া, মিম্বার ও মিহরাব বিভাগ।

বয়ানটির সর্বস্বত্ব জামিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত।

ক্রমিক নং ৮৭

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ: فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُوْلٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ۞ صَدَقَ اللهُ الْعَظِيْمُ .

মুহতারম ঈমানদার ভাই সকল ! আজ শা'বান মাসের প্রথম জুমুআ। আজ আমরা আলোচনা করব, শা'বান মাস ও শবে বরাআত সম্পর্কে।

মনে রাখা দরকার, নেক্কার মানুষদের বৈশিষ্ট হল, সর্বদায় নেক কাজে প্রতিযোগিতা করা। আর এটাই হল, প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-ইমরানের ১১৪ নম্বর আয়াতের মধ্যে বলেছেনঃ

يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأٰخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِيْ الْخَيْرَاتِ وَأُوْلَٓئِكَ مِنَ الصَّالِحِيْنَ

"তারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে। অনুরূপভাবে, তারা নেক কাজ সমূহে (প্রতিযোগিতা মূলক) এগিয়ে থাকার চেষ্টা করে। আর এরাই হল, নেক মানুষ।" এ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা নেক্কার ঈমানদারের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, তারা জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নেক কাজে প্রতিযোগিতা করার চেষ্টা করে।

মনে রাখবেন, মহান আল্লাহর রহমতে আমরা আর কিছুদিন বাদেই আবারও একটি নেকী অর্জনের মাস অর্থাৎ রমাযান মাস পেতে চলেছি এবং তার প্রস্তুতির জন্য এই শা'বান মাস পেলাম। যে মাসে ঈমানদার ব্যক্তিরা পবিত্র রমাযান মাসের জন্য নেক কাজের প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন। তাই মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে এ মাসের বরকত ও ফযীলত অপরিসীম। একটি হাদীসে হযরত আনাস বিন

মালিক (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রজব মাস এবং শা'বান মাস সম্পর্কে এই বলে দুআ করতেন,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ

"হে আল্লাহ আমাদের জন্য রজব মাস এবং শা'বান মাসে বরকত দান কর। সাথে সাথে আমাদেরকে রমাযান মাস পর্যন্ত পৌঁছে দাও।" হাদীসটি মু'জামে তবরানী আওসাতের ৩৯৩৯ নম্বর হাদীস। এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, শা'বান মাসের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আজ আমরা শা'বান মাস ও শবে বরাআতের ফযীলত নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা আল্লাহ।

সম্মানিত সুধীবৃন্দ ! শা'বান মাসের ফযীলতের কথা বলতে গেলে এক কথায় বলা যেতে পারে যে, এ মাসটি হল, আসন্ন রমাযান মাসের প্রস্তুতির মাস। কেননা, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বছরের অন্যান্য মাস অপেক্ষা এই শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখতেন। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ১৯৬৯ নম্বর হাদীসটি

লক্ষ্য করুন। আম্মাজান আইশা সিদ্দীকাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেনঃ

مَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ اِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ

"আমি নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রমাযান মাস ছাড়া অন্য কোন সময়ে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি। অনুরূপভাবে, আমি তাঁকে শা'বান মাসের চেয়ে অন্য কোন মাসে বেশি (নফল) রোযা রাখতে দেখিনি।" এ হাদীস দ্বারা বোঝা গেল, শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখা নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত ছিল। যার উদ্দেশ্য ছিল পবিত্র রমাযান মাসের ফরয রোযার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া। সে জন্য কোন দিন, তারিখ নির্দিষ্ট না করে এ মাসে যে কোন দিনে বেশি বেশি রোযা রাখা সুন্নত।

তবে বিশেষ করে মনে রাখা উচিৎ, এ মাসের শেষ দু'দিন (অর্থাৎ ২৮ ও ২৯ তারিখে) রোযা রাখা নিষিদ্ধ অর্থাৎ মাকরূহ। যাতে করে নতুন উদ্দম ও স্পৃহার সাথে

রমাযানের ফরয রোযা আরম্ভ করা যায়। এ সম্পর্কে সহীহ বুখারীর ১৯১৪ নম্বর হাদীসে আবূ হুরাইরা (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ

"তোমরা কেউ রমাযান মাসের এক দু'দিন আগে রোযা রাখবে না।"

সম্মানিত শ্রোতামণ্ডলী ! যাইহোক, আমরা জানতে পারলাম যে, নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখতেন। আর এটাও জানতে পারলাম যে, এ মাসে বেশি বেশি রোযা রাখার একটি বিশেষ কারণ হল, রমাযানের ফরয রোযার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

তবে উলামায়ে কিরামগণ হাদীসের আলোকে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখার আরও দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন।

প্রথম কারণঃ এ মাসে আল্লাহর দরবারে মু'মিন বান্দাদের বাৎসরিক আমল পেশ করা হয়। এ সম্পর্কে আমরা একটি হাদীস লক্ষ্য করি, সুনানে নাসায়ীর ২৩৫৭ নম্বর হাদীসে উসামা বিন যাইদ (রযি) বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ আমি নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আপনাকে শা'বান মাসে যতটা গুরুত্ব দিয়ে রোযা রাখতে দেখি, অন্য মাসে ততটা দেখি না। এর কারণ কী ? উত্তরে নবীজি বলেছিলেনঃ "এই শা'বান মাসটি রজব ও রমাযানের মধ্যবর্তী মাস, যে মাসে মানুষ ইবাদত থেকে গাফিল থাকে। অথচ এ মাসে রব্বুল আলামীনের দরবারে বান্দাদের আমল সমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমল আল্লাহর দরবারে রোযা অবস্থায় পেশ করা হোক।"

দ্বিতীয় কারণঃ শা'বান মাসে বেশি বেশি নফল রোযা রাখার দ্বিতীয় কারণ হল, এ মাসে আগামী এক বছরে যাদের মৃত্যু হবে, তাদের নামের তালিকা তৈরি করা হয়। এ বিষয়ে একটি হাদীস লক্ষ্য করুন। মুস্‌নাদে আবী

ইয়া’লার ৪৯১১ নম্বর হাদীসে বর্ণিত আছে, একদিন আম্মাজান আইশা সিদ্দীকাহ (রযি) নবীজিকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি শা’বান মাসে এত বেশি রোযা রাখেন কেন ? উত্তরে নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেনঃ

اِنَّ اللهَ يَكْتُبُ فِيْهِ كُلَّ نَفْسٍ مَيْتَةٍ تِلْكَ السَّنَةَ فَأُحِبُّ أَنْ يَأْتِيَنِيْ أَجَلِيْ وَأَنَا صَائِمٌ

“এ মাসে আল্লাহ তায়ালা ওই সমস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর পরওয়ানা লিখে ফেরেশতার হাতে তুলে দেন, যাদের আগামী এক বছরের মধ্যে ইন্তেকাল হবে। নবীজি বললেনঃ হে আইশা ! আমি চাই, আমার মৃত্যুর পরওয়ানা রোযা অবস্থায় আসুক।”

এ হাদীস দ্বারা শিক্ষা অর্জন করা উচিৎ যে, একজন ঈমানদারের জন্য সর্বদায় মৃত্যুকে স্মরণ রাখা এবং তার জন্য নেক আমলের প্রস্তুতি নেওয়া। বিশেষ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে যখন বছরের কিছু কিছু মুহূর্তে সুবর্ণ সুযোগ আসে, সেই সুযোগগুলিকে হারিয়ে না ফেলা। অতএব, এই শা’বান মাসে দিনেরবেলা বেশি বেশি নফল রোযা এবং

রাতেরবেলা বেশি বেশি নফল নামায আদায় করা উচিৎ। সাথে সাথে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তাওবা ইস্তেগফার করা। যাতে করে আল্লাহ তায়াল বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

সুধী বন্ধুগণ ! সাম্প্রতিক তুরস্ক ও সিরিয়ার ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত হয়েছি। একইদিনে দু'দফায় ভূমিকম্প হয়েছিল। ৬ ফেব্রুয়ারি ভোরের দিকে প্রথমবার তুরস্ক এবং সিরিয়ার সীমান্তবর্তি অঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে। যার মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৮ ডিগ্রি। অতঃপর দুপুরবেলা আবার একবার আঘাত হানে। যার ফলে মুহূর্তের মধ্যে বহুতল বিশিষ্ট ইমারাতগুলি নিমেষেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। দুই দেশের সংবাদ মাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং বহু মানুষ আহতাবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। কি করুণ দৃশ্য ! বড় বড় বিল্ডিঙের ধ্বংসস্তুপের নিচে আটকে থাকা মানুষগুলি বাঁচার

আশায় চিৎকার করছে, কিন্তু কেউ তাদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে না। সে দৃশ্যগুলি এখনও সকলের চোখে ভাসছে।

যে ইমারাতগুলি বিশ্বের নামীদামী ইঞ্জিনিয়াররা মজবুত কনক্রিট ও শক্তিশালী ধাতু দিয়ে তৈরি করেছিল এবং শতশত বছরের জন্য গ্যারান্টি দিয়েছিল, সেগুলি আজ কোথায় গেল ? আর সে গ্যারান্টিই বা কী হল ? একটু ভেবে দেখুন।

মনে রাখবেন, আল্লাহ তায়ালা যখন বান্দাদের প্রতি নারায হয়ে যান, তখন দুনিয়ার কোন মহাশক্তি কাজে আসবে না। কেউ বলতে পারবে না, কখন কাদের কী অবস্থা হবে। সেজন্য আসুন ! আমরা এই শা'বান মাসে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি তাওবা ও ইস্তেগফার করি। কেননা তাওবা ও ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার গযব ও অসন্তুষ্টি দূর হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সুমতি দান করুন।

মুহতারম ভাই সকল ! এবার আমরা আলোচনা করব, শবে বরাআত সম্পর্কে। শা'বান মাসের আজ ৩ তারিখ।

সামনে ১৫ তারিখের রাতে আসছে বিশেষ বরকতপূর্ণ রজনী, অর্থাৎ শবে বরাআত। মনে রাখবেন শবে বরাআত ফারসী শব্দ। যার অর্থ হল, মুক্তির রজনী। হাদীসের মধ্যে এ রাতকে "লাইলাতুন নিস্‌ফী মিন শা'বান" বলা হয়। অর্থাৎ শা'বান মাসের ১৫ তারিখের রজনী। শবে বরাআতের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত আছে।

আমরা শবে বরাআতের ফযীলত সম্পর্কে একটি বিশুদ্ধ হাদীস লক্ষ্য করি। সহীহ ইবনে হিব্বানের ৫৬৬৫ নম্বর হাদীসে হযরত মুআয বিন জাবাল (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা শা'বান মাসের মধ্যম তারিখের রজনীতে সমস্ত মাখলূকাতের প্রতি সুদৃষ্টি দান করেন। অতঃপর দুই শ্রেণীর মানুষ ছাড়া সমস্ত মাখলূককে ক্ষমা করে দেন। (১) মুশ্‌রিককে ক্ষমা করেন না। (২) হিংসাকারীকে ক্ষমা করেন না।"

সুধী শ্রোতামণ্ডলী ! শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে আমরা আরও একটি হাদীস খেয়াল করি। 'কিতাবুস সুন্নাহ'

নামক কিতাবের মধ্যে ৫০৯ নম্বর হাদীসে হযরত আবূ বকর সিদ্দিক (রযি) থেকে বর্ণিত আছে, নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আল্লাহ তায়ালা শা'বান মাসের মধ্যম রজনীতে (অর্থাৎ শবে বরাআত নামক রজনীতে) এই পৃথিবীর আসমানে অবতরণ করেন। অতঃপর দুই জন ব্যক্তি ছাড়া সকলকে ক্ষমা করে দেন। একজন সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ আছে। আর অপরজন সেই ব্যক্তি, যে মহান আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে। এদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করেন না।"

এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার, উলামায়ে কিরামগণ লিখেছেন, বছরের অন্যান্য রজনীতে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন তাহাজ্জুদের সময়। কিন্তু শবে বরাআতের রজনীতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন ১৪ তারিখের সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত মাগফিরাতের দরজা খুলে রাখেন। এটা শবে বরাআতের একটি বিরাট বড় ফযীলত।

সম্মানিত ঈমানদার ভাই সকল ! শবে বরাআতের বরকতপূর্ণ রজনীর ফযীলত সম্পর্কে যত হাদীস বর্ণিত আছে, তার মধ্যে দু'একটি হাদীস বাদে অধিকাংশ হাদীস যয়ীফ অর্থাৎ দুর্বল সূত্রে বর্ণিত। তবে মুহাদ্দিসীনে কিরামগণ বলেছেনঃ ফযীলতের ক্ষেত্রে যয়ীফ হাদীসও গ্রহণযোগ্য। আমরা সহীহ হাদীস দুটি উপরে শুনে এসেছি। এবার আমরা পরিশেষে একটি একটি হাদীসকে সামনে রেখে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে আজকের বয়ান শেষ করব, ইনশা আল্লাহ।

হাদীসটি সুনানে তিরমিযীর ৭৩৯ নম্বর এবং ইবনে মাজা'র ১৩৮৯ নম্বর হাদীসে উম্মুল মু'মিনীন আইশা সিদ্দীকাহ (রযি) থেকে বর্ণিত আছে। যার সারমর্ম এরকম। তিনি বলেছেনঃ একদিন নবীজি আমার ঘরেতে ছিলেন। অর্ধ রাতের পর হটাৎ ঘুম ভাঙলে আমি নবীজিকে বিছানায় পেলাম না। আমার মনে আশঙ্কা হল, হয়ত তিনি অন্য স্ত্রীর ঘরেতে গিয়েছেন। তাই তাঁকে খোঁজার জন্য আমি ঘর থেকে বের হলাম। আমি বেরিয়ে দেখতে পেলাম যে, তিনি

মদীনার জান্নাতুল ‘বাকী’ কবরস্থানের দিকে যাচ্ছেন। আমি দূর থেকে ফলো করে চুপিচুপি গেলাম। দেখলাম, তিনি কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে চলে আসছেন। আমি নবীজির বাড়ি ফিরে আসার পূর্বেই সেখান থেকে দ্রুত চলে আসলাম। যাতে করে নবীজি আমাকে বুঝতে না পারেন। তাই আমি বাড়িতে ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। দৌড়ে আসার কারণে আমার নিশ্বাস দ্রুত চলছিল। নবীজি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার পাশে এসে যখন শুয়ে পড়লেন, তখন তিনি আমার নিশ্বাস দ্রুত চলা দেখে বুঝতে পারলেন যে, আমি তাঁকে ফলো করেছিলাম। নবীজি আমাকে বললেনঃ أَتَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ عَلَيْكِ “হে আইশা ! তুমি কি আশঙ্কা করেছ যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল তোমার প্রতি অবিচার করবেন ? হযরত আইশা (রযি) বললেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রসূল ! আমি আশঙ্কা করেছিলাম যে, আপনি অন্য কোন স্ত্রীর ঘরেতে গিয়েছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আল্লাহ

তায়ালা শা'বান মাসের অর্ধ তারিখের রজনীতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। তারপর বনূ কালব গোত্রের বকরী পালের লোমের সংখ্যার চেয়েও অধিক সংখ্যক মানুষকে মাগফিরাত করে দেন, সুবহানাল্লাহ।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এই শা'বান বেশি বেশি রোযা ও নফল ইবাদত করার এবং শবে বরাআতের বিশেষ রজনীতে মাগফিরাত হাসিল করার তাওফীক দান করুন, আমীন।

وَأٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সংকলনেঃ মুফতী ইবরাহীম কাসিমী
(মুহাদ্দিস, কালিকাপুর মাদরাসা)
প্রচারেঃ মুফতী নাসীরুদ্দীন চাঁদপুরী
সহযোগিতায়ঃ মাওলানা আব্দুল মালিক হাফিযাহুল্লাহ
হাফিয আবু যার সাল্লামাহু ও মাষ্টার আশিক ইকবাল